269

269
ĀCĀRYA (Yaśodālāl)
Māyera ḍāka.
Bariśāla: Y. Ācārya, [1931?].
20 p. 18 cm.
Collection of nationalistic poems and songs, some in praise of Gandhi.
PP Ben B 39; PIB 183/20

National Archives

PP Ben B 3

মায়ের ডাক

মায়ের ডাকে জাগে যদি
পল্লীবাসিগণে,
স্বাধীন হইবে দেশ
পল্লী জাগরণে ॥

—:০:—

শ্রীযশোদালাল আচার্য্য
বরিশাল।

দামোদর প্রিন্টিং ওয়ার্কসে যশোদা লাল আচার্য্য কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

National Archives of India

যেমন ঘরের ইন্দুর ঘরে বসে, ঘরের বাধন কেটে দেয় ॥
বাঞ্ছারামের বুদ্ধি বটে,
বলবে কি তাই নাই যে ঘটে,
(তাই) পথে ঘাটে হাটে মাঠে, শঠে শাঠ্যং সুর যোগায় ॥
মান অপমান চুলোয় দিয়ে,
বসে আছে কুলীন হয়ে,
একূল ওকূল দুকূল গিয়ে, ব্যুরোক্রেশীর লাথী খায় ॥
"গ" চেনেন না গুমান ভারী,
"চ" চেনেন না চশ্‌মাধারী,
"ট" চেনেন না টেকে ঘড়ি, ওর গুষ্ঠিশুদ্ধ উপোস যায় ॥

আহারাম্বেষণ (১০)

আলুম্ লো জুলুম্ লো মাইনের গন্ধ পাইলাম লো।
যার শরীরে স্বরাজ পাইমু তারে কিন্তু খাইমু লো ॥
দেড়শ বছর খাইতে খাইতে,
জেব্বা গেছে বায়্‌তে বায়্‌তে,
ইচ্ছা হয় মোর আরো খাইতে, তাঁত খাইবার দেয় না লো ॥
ফাঁকে ফাঁকে দেখ্যা লইমু,
ফাঁকে ফোকে ধরিয়া খাইমু,
তাই কি কারোর কথা লইমু, যা ইচ্ছা তা করমু লো ॥
খাবার লইগ্যা আইচি হেথা,
খাইমু না তয় যাইমু কোথা,
মোদের দেশের হাগা পাতা, এহে কালে খাইচি লো ॥
স্বরাজডারে খাইবার পারে,
যাইতাম চইল্যা কালে কালে,
পরতাম যাইয়া এহকালে, ভবসিন্ধুর পারে লো ॥
হোনার থালে খাইবার লাগ্‌চি ;
তাও তো খাইবার জেনা দেখ্‌চি,
(এখন) সার কইরাছি আর্টিক তুর্কি, তাতে যদি ভয় পায় লো ॥

সবুরে মেওয়া (১১)

মারে মারুক পিঠ পেতে নে, আর কটা দিন বসে।
(তোরা আর কটা দিন বসে)
কাটে কাটুক বাঁধে বাঁধুক, রাখুক কারাবাসে ॥
(তোদের রাখুক কারাবাসে)
মায়ের ছেলে বাঁধতে পারে,
কে আছেরে ত্রিসংসারে,
ধরবে যতই বাড়বে ততই, ভয় ভাবনা কিসে ॥
(তোদের ভয় ভাবনা কিসে)
মরণ যারা বরণ করে,
ভয় কি তাদের কারাগারে,
ত্রিশ কোটীর কারাগার কি আছে ভারতবর্ষে ॥
(ওরে আছে ভারতবর্ষে)
দেড়শ বছর চুষে খেলে,
পুরস্কার তার দিচ্ছে জেলে,
দিক্ না কেন যতই জেলে, যাব হেসে হেসে)
(মোরা যাব হেসে হেসে)
ওরা মোদের শক্তি মেরে,
জয়ী হতে চায় এ সমরে,
ভগবান্ লন যদি সেই শক্তি কেড়ে, পড়বে ধ্বজা খসে ॥
(ওদের পড়বে ধ্বজা খসে)
ন্যায়ের দণ্ড আস্ছে তেড়ে,
চূর্ণ ক'রে অত্যাচারে,
(আর) পার্বে না কেউ জোর জাবরে, রাখতে মোদের ঠেশে ॥
(পদে রাখ্তে মোদের ঠেশে)

অকালগ্রাস (১২)

সুখের কাল গিয়েছে চলে,
সুখ নাই রে কপালে ॥

ফাঁক পেয়ে সব ফাঁকের বন্ধু
ঢুকেছে গোকুলে,—
(মোদের) একূল ও কূল দুকূল খেয়ে
টান মেরেছে মূলে॥
কাল পড়েছে অকাল গ্রাসে,
মোদের কর্ম্ম ফলে,—
কর্ম্মদোষে সব হারালেম,
পড়ে মোহের জালে॥
ডাক সকলে বিপদ কালে
জয় মা তারা বলে,—
(দেখি) কেমন ক'রে থাক্‌তে পারে,
ত্রিশ কোটী সন্তান ফেলে॥

৪৪ ধারা (১৩)

কি আশায় বিদেশীর পাশে
আছ চির দিনের আশে।
যতই ঢিলে জুত্ত দেবে ভাই, ততই বাঁধন আটবে ক'সে॥
রক্ত শোষা ঘরের কোণে,
ভাব্‌ছ কি ভাই বাঁচবি প্রাণে,
ওরা ফাঁকের বন্ধু ফাঁকে ফাঁকে, তোদের বুকের রক্ত খাচ্ছে চুষে॥
ওদের দেওয়া অখাদ্য কত,
খেতেছিস যে অবিরত;
উদর পূরণ হয় না এত, মায়ের রাঁধা নিরামিষে।
ঘরের জিনিষ পরকে দিয়ে,
আছ পরের অধীন হ'য়ে,
ভাব্‌ছ ঘরে শুয়ে শুয়ে, স্বরাজ আস্‌বে হেসে হেসে।
বিদেশীর বিদেশী মন্ত্র,
ছেড়ে ধর ভাই স্বদেশ মন্ত্র,
তবে জেগে উঠ্‌লে স্বরাজতন্ত্র, স্বাধীনতা আস্‌বে হেসে।

আজ কালকের এমনি ধারা,
কথার 'পরে 44 ধারা,
ধারার চোটে হবি সারা, দুরন্ত ঐ কালের গ্রাসে ॥

গান্ধীর জাল (১৪)

কি সুখে আছিস্ শুয়ে চক্ষু মেলে দেখ না ভাই।
তোর একূল ও কূল নাই কোনকূল, কোন্ কূলে দাঁড়াবি ভাই ॥
সব দিল বিদেশীর পেটে,
তোর সাধের সংসার খাচ্ছে লুটে,
খাবে তোর ঐ ঘরের ভিটে, কোথায় যাবি ভাবছি তাই ॥
মনের মত যতন করে,
সাপের ছানা পুষছ ঘরে,
ফাঁক পেলে তোর বুকটা চিরে, গরল ঢেলে দিবে ভাই ॥
ছুটবে নাকি ঘুমের নেশা,
ভাঙ্গবে নাকি আশার বাসা,
সব খুয়ালী বুদ্ধিনাশা, তোর বল্‌তে আর কিছুই নাই ॥
দূর করে দে আপোদ বালাই,
মায়ের ঘরে আয় চলে যাই,
মায়ের ছেলে মায়ের কোলে, চির শান্তি পাবি ভাই ॥
জাল ফেলেছে গান্ধী জেলে,
পড়্‌তে হবে এ জঞ্জালে,
কত হাঙ্গর কুমীর পড়্‌ছে জালে, লুকিয়ে থাকার সাধ্য নাই ॥

প্রাণের সাড়া (১৫)

আয় না রে ভাই, মিলে সবাই, লাগি দেশের কাজে,—
মোরা লাগি দেশের কাজে।
চল্ না রে ভাই, মায়ের কাজে, দেরি কি আর সাজে,
তোদের দেরি কি আর সাজে ॥
ঘুমের ঘোরে থাকিস্ নে ভাই,
স্বপ্ন দেখার সময় যে নাই,

জাগ্‌তে হবে উঠ্‌তে হবে, লাগ্‌তে হবে কাজে
তোদের লাগ্‌তে হবে কাজে।
যুগ যুগান্তর রলি ঘুমে,
এখন ও কি থাক্‌বি ঘুমে,
মায়ের ডাকে দিচ্ছে সাড়া, সারা জগত মাঝে রে ভাই,
সারা জগত মাঝে॥
মায়ের নামের বিজয় ভেরী,
বেজে উঠ্‌ছে জগত ভরি,
ধর্ম্মের ভানে অধর্ম্মের ভেরী, আর কি ভবে বাজে রে ভাই
আর কি ভবে বাজে।
মায়ের ধন ধান্যে ভরা,
নিচ্ছে চুষে বিদেশীরা,
এমনি তোরা কপাল পোড়া, রাখ্‌না ঘরের মাঝে টেনে,
রাখ্‌না ঘরের মাঝে॥
মায়ের ছেলে মাকে ফেলে,
থাক্‌বি কোথায় অবোধ ছেলে,
লুটে পড় মার চরণ তলে, এই তো তোদের সাজে রে ভাই—
এই তো তোদের সাজে॥
থাকিস্ নে আর ঘুমের আশায়,
ডাকছে তোদের দুঃখিনী মায়,
আয় চলে আয় মায়ের ডাকে, যদি প্রাণে বাজে তোদের—
যদি প্রাণে বাজে॥

জাগরণ (১৬)

ভারত সন্তান হিন্দু মুসলমান,
আর কত ঘুমে রবে অচেতন,
বহুকাল তরে, রলে ঘুম ঘোরে, জাগরে দেখরে প্রভাত তপন॥

ডাকরে মায়েরে ত্রিশকোটী প্রাণে,
বিজয় ঘোষণা ঘোষিবে ভুবনে,—
কাপুরুষ মত না হইয়ে ভীত, সাধ অবিরত স্বদেশ কল্যাণ ॥
দাঁড়ারে ভারত মাতৃ আবাহনে,
হিন্দু মুসলমান মিলে প্রাণে প্রাণে,
পাপ, তাপ, ভয়, দ্বিধা দ্বন্দ্ব চয়, চিরদিন তরে দিয়ে বিসর্জ্জন ॥
শস্য পূর্ণ হায় যে মাতৃ ভাণ্ডারে,
সে মা আজি তোদের উপবাসে মরে,
প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার করে, অন্নাভাবে কিরে বাঁচিবে জীবন ॥
নরনারী যত জাগিলে এবার,
জাগিবে ভারত জাগিবে আবার,
আবার ডাকিবে ভারত সাগরে, গভীর হুঙ্কারে স্বাধীনতা বান ॥

স্বরাজ ফুল (১৭)

ভারত শ্মশান মাঝে, ফুটলো স্বরাজ ফুল।
মধু লোভে দলে দলে ছুটিছে অলিকুল ॥
সাধন মন্ত্র মহাবলে,
ফুল ফুটেছে শুক্‌নো ডালে,
রঙ্গ বেরঙ্গের নয়রে সে ফুল, তিন বোটাতে একটী ফুল ॥
সত্য প্রেম পবিত্রতা,
তিন বোটাতে ফুলটী গাঁথা,
শুনেনাই কেউ দেখেনাই কেউ, নাম শুনে হয় প্রাণাকুল ॥
এ ফুলের নাই তুলনা,
জগতে আর মিলেনা,
বেদ বেদান্ত গীতা কোরাণ, পায় না যার ঐ কোন কুল ॥
চাষ যদি ফুল ঘরে ঘরে,
হৃদি ক্ষেত্রে চষে নেরে,
গুরু দত্ত মন্ত্র সারে, কর্ম্ম কাণ্ডে ফুটবে ফুল ॥

আর্ত্তনাদ (১৮)

হায় হায় একি হলো ।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাজ বন্দিতে, জেলখানা যে ভরে গেল ॥
ধর্‌তে গেলে একজনাকে, অমনি আস হাজার লোকে,—
সবাই বলে নাও আমাকে, (ওগো) শ্বশুরবাড়ীর কপাট খোল ॥
চণ্ডনীতি দলননীতি লাঠিনীতি গুলিনীতি,
ধারানীতি ধন্নানীতি (আজ) সকল নীতিই ব্যর্থ হল ॥
ছিলাম সুখে রাজ প্রাসাদে, (এখন) ঘুরতে হচ্ছে রোদে রোদে,
বাধা বিঘ্ন পদে পদে, (তোমার) খাওয়া দাওয়া চুলায় গেল ॥
গান্ধী বেটা কি গুণ জানে, ঘুমের মানুষ টেনে আনে,
আমার কিন্তু দেখে শুনে, আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল ॥
স্বরাজ বলে যদি ডাকে, অমনি আসে লাখে লাখে,
কোত্থেকে সব আসে বা যায়, কেবা এদের চালান দিল ॥

কাঙ্গাল (১৯)

মোরা পথেরি কাঙ্গাল ।
পথে পথে ঘুরি ভিখারীর বেশে, তবুও ঘোচেনা সংসার জঞ্জাল ॥
পুত্র পরিবার করে হাহাকার,
কি হবে উপায় কি করি তাহার,
মনে যে মানেনা প্রাণে তো সহেনা, কেউ বুঝিবেনা
মোরা যে কাঙ্গাল ॥
বিদ্যাবুদ্ধি মোদের কে শিখাবে কবে,
এহেন মোদের কেহ নাই ভবে,
ধনা মানী সবে ফিরে নাহি চাবে, বিষয় বৈভবে মত্ত চিরকাল
গোলামী করিতে সেলামী না দিলে,
রাখেনা মোদের তাড়ায় সবে মিলে,
ভাসি আসি জলে কি আছে কপালে, ঘুচলনা মোদের
দুঃখেরি কপাল ॥

National Archives of India

ব্যবসা করিব টাকা কোথা পাই,
জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্র ঘরে অন্ন নাই,
ভাবিতেছি তাই কার কাছে বা যাই, কাঙ্গালের ঘরে
মোরাই কাঙ্গাল ॥

জ্যান্তে মরা (২০)

মরেছিস্ কি বেঁচে আছিস কিছুই বুঝি না।
ঘরে ঘরে ডাক পড়েছে, শুনেও কানে শুনিস্ না ॥
নিজের ঘরে থাক্‌বি বসে,
ভয় ভাবনা করিস কিসে,
কার ভয়েতে কাঁপিস ত্রাসে, তোদের কাণ্ড বুঝি না ॥
না যাস্ যদি পরের দ্বারে,
জোর করে কি নিতে পারে,
মরার মত আছিস পড়ে, শ্বাস প্রশ্বাসও ফেলিস্ না ॥
যদি ও মরেছিস তোরা,
আতুর অন্ধ কানা খোড়া,
নয়রে তোরা প্রাণে মরা, হত তোদের চেতনা ॥
শক্তিশেল পড়েছে বুকে,
মৃত্যু ছায়া তাইতে মুখে,
মৃতসঞ্জিবনী কাকে, ডাক্‌না উঠ্‌বে চেতনা ॥

পারের তরী (২১)

জাগ্ রে উঠ্ রে লাগ রে কাজে হিন্দু মুসলমান।
ভারত আকাশে সুখরবি হাসে, দুঃখনিশা অবসান ॥
সব চলে যায় তরী বেয়ে বেয়ে,
মোরাই কি শুধু রহিব পড়িয়ে,
পেয়েছি বাতাস কিসের হুতাশ, যত বড় কেন হক্ না তুফান।
এসেছে ভারতে নব জাগরণ,
ঘরে ঘরে শোন্ মাভৈঃ গান,
জেগেছে সবাই কেউ ঘুমে নাই, পেয়েছে ভারত নূতন প্রাণ ॥

মাদক বর্জ্জন (২২)

যায় জাতি কুলমান, পদে পদে অপমান,
তবু তোদের না হল চেতন।
কি ছার মদিরা পানে, মত্ত হয়ে নিশি দিনে,
মোহ ঘুমে আছ অচেতন॥
ছাড় রে মদের নেশা, ঘুচিবে তামসি নেশা,
পুলকে হইবে মগন,—
স্বর্ব্বস্ব হারায়ে, থেকনা পড়িয়ে,—
চিরতরে দিয়ে বিসর্জ্জন॥
মোহ ঘোরে ছিল যারা, জগতে দিয়াছে সাড়া,
হাড়ি শুঁড়ি মুচি মেথর ডোম্ ;—
কেউত খাবে না আর, প্রতিজ্ঞা করেছে সার,
একেবারে করেছে বর্জ্জন॥
অনন্ত নরকে স্থান, কি হিন্দু কি মুসলমান,
ধনী মানী হও যেই জন ;
জাতি ধর্ম্ম পায় দলে, আপন কর্ত্তব্য ভুলে,
পার হবে ভেব না কখন॥

আইন অমান্য (২৩)

আইন অমান্য আইন অমান্য ভারত ব্যাপিয়া কররে আজ।
এসেছে বিধাতার আশীষ বাণী, আইন অমান্য সাজরে সাজ॥
করিতে হইবে আইন অমান্য, বিপদ বাধা ঠেলিয়ে পায়,
স্বপনের কোলে ঘুমায়ে রবে কি, ডাকিছে তোদের দুঃখিনী মায় ;—
ধরেছে গান্ধী নূতন ফন্দি, আইন অমান্য বীরের কাজ,
মুক্তি আহবে ছুটে এস সবে, সাজিয়ে দীপ্ত সমর সাজ॥
তোরা তো নহিস কাপুরুষ জাতি, জগতে উচ্চ তোদের শির,
জীবন সংগ্রামে ডাকিছে গান্ধী, কে কোথায় আছ বাঙ্গালী বীর,

স্বর্ণ-প্রসূ ভারতবর্ষ, খেয়েছে চুষে বিদেশী রাজ,
তার সনে আর কিসের সখ্যতা, ছাড়রে সবে গোলামি কাজ ॥
মুক্তি আশে ছুটেছে ভারত, দাম্ভিক দর্প দলিয়া,
খর্ব্ব করিয়া বিদেশী গর্ব্ব, উন্নত শির তুলিয়া,—
আয়রে মুক্তি পতাকা মূলে, ত্রিশকোটী সব মিলিয়া আজ,
বিশ্ববাসী চেয়ে আছে সব, দেখিবে তোদের স্বাধীন সাজ ॥
বিদেশী রাজার শোষণে ভারত, হয়েছে অস্থি চর্ম্ম সার,
চেয়ে দেখ ঐ হে ভারতবাসী, করিছে কতই অত্যাচার,—
তোদের দিয়ে তোদের বংশ, ধ্বংস করিছে ওরাই আজ,—
ভাই হয়ে তোর ভাইকে মারিস, হে ভারতবাসী নাই
কিরে লাজ ॥

নারী জাগরণ (২৪)

জাগগো জননী, জাগগো ভগিনী,—
জাগ জাগ যত বঙ্গ রমণী ॥
ঘুমায়ে থেকনা আর, জাগগো একবার,
ডাকিছে দুয়ারে ঐ ভারত জননী ॥
ডাকিছে গুজরাট ডাকিছে মাদ্রাজ,
ডাকিছে বোম্বাই রমণী সমাজ,
লইয়ে কর্ম্মভার হওগো আগুসার,
পোহাল ভারতের সে দুঃখ রজনী ॥
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ছাড় হুহুঙ্কার,
বাঙ্গলার নূতন প্রাণে উঠুক ঝঙ্কার,
তোরা না জাগালে কে জাগাবে আর,
চির পরাধীনা ভারত জননী ॥
শক্তি দাত্রী শক্তিরূপিণী,
বীর জায়া তোরা বীরপ্রসবিনী,
শুনাও সন্তানে জাগাও প্রাণে প্রাণে,
বীর গুণ গাঁথা বিক্রমকাহিনী ॥

মায়ের ডাক

গানের সুরে স্তব (১)

জয় মা! জয় মা! ভারতজননী!
পরমা প্রকৃতি, ত্বং হি মে প্রসূতি,
আদ্যাশক্তি-ত্বং হি অনন্তরূপিণী॥
নমামি তোমায় মদিষ্ট দেবী
মুলাধারা মাতা মোক্ষপ্রদায়িনী।
সুজলা সুফলা, শস্যশালিনী,
জগতপালিনী মা জগত তারিণী,
নমামি তোমায় ব্রহ্মস্বরূপিণী,
ত্বং হি মে ঈশ্বরী পতিতপাবনী॥

ডঙ্কা (২)

জয় জয় রবে, চল চল সবে,
কাঁপায়ে মহী সিন্ধু ব্যোম্।
ভৈরব হুঙ্কারে, প্রলয় ঝঙ্কারে,
মহা রবে গাও মাতরম্॥
সাধ সপ্ততানে, ভারত সন্তানে,
মহামন্ত্র নাম মধুরম্ ;—
বাজাও বিজয়-ডঙ্কা, শমনে লাগিবে শঙ্কা
আশঙ্কা করিবে পলায়ন॥

National Archives of India

জাগরে উঠরে বঙ্গ রমণী,
বীর গর্ব্বে তোদের নাচুক ধমনী,
জীবন সংগ্রামে পড়েছে সন্তানে,
শক্তি দে গো শক্তিশালিনী ॥

দ্বারে ভিখারী (২৫)

ওগো পুরবাসী দেখ সবে আসি, ভিখারীর বেশে এসেছি।
(মোরা) বিপদবাধা চরণে দলিয়া, কর্ম্মের পথে ছুটেছি ॥
দাওগো ভিক্ষা দাও (৩)।
সোণার বাংলা নাইকো আর,
ঘরে ঘরে সদাই হাহাকার,
অন্ন বস্ত্র নাইকো কাহার, পথের ভিক্ষারি সেজেছি ॥
দাও গো ভিক্ষা দাও (৩)।
এ দেশ মোদের ছিলরে যখন,
তখন মোদের ছিল না এমন,
শান্তিপূর্ণ সুখের কানন, ভেঙ্গে চূরে সব ফেলেছি ॥
দাও গো ভিক্ষা দাও (৩)।
মোদের দেশের টাকা পয়সা,
মোদের দেশের শস্য খাসা,
মোদের দেশের সব বিদেশে, মোরা উপবাসে রয়েছি ॥
দাও গো ভিক্ষা দাও (৩)।
যে দেশে বাজিত শঙ্খঘন্টা,
সে দেশে বাজিছে সমর ডঙ্কা,
নাইকো শান্তি নাইকো কান্তি, ভিক্ষার ঝুলি নিয়েছি ॥
দাও গো ভিক্ষা দাও (৩)।
ভিখারী গান্ধী ডাকিছে আজ,
আয় রে ভিখারী সাজিয়ে আজ,
ত্রিশকোটী স্বরে বল সমস্বরে, মুক্তি সমরে চলেছি ॥
দাও গো ভিক্ষা দাও (৩)

National Archives of India

যুদ্ধ যাত্রা (২৬)

চল চল সবে সমর ক্ষেত্রে, পুরবাসী যত মিলিয়া আজ।
বাজে ঘন ঘন ঘোর রণ ভেরী, সাজে নাকো আর ঘরের কাজ ॥
উঠুক ফুলিয়া ভারত রক্ত,
নাচুক নিখুত সে মহাপ্রাণ,
তপ্ত রুধির দানিয়ে মোরা, তৃপ্ত করিব মায়ের প্রাণ,
ধন্য হইবে জননী মোদের,
হৃদয় শোণিতে করিয়ে স্নান,
গাইবে বিশ্বে অমর গাথা, মায়ের লাগিয়া ছেলের কাজ ॥
বাজিয়াছে রণ বিদেশী সনে,
আয় ছুটে আয় বাঙ্গালী বীর,
লুপ্ত শক্তি জাগাবো মোরা, ঘুচাব দুঃখ জননীর,
যুদ্ধ করিব মুক্ত হইব,
স্বাধীন করিব ভারত খান,
ভারত আকাশে স্বাধীন বাতাসে, স্বাধীন পতাকা উড়াব আজ ॥
মরার মত মরিবে যে আজ,
করিবে সে আজ, মৃত্যু পণ,
বীরের মত যুঝিবে যে আজ, করিবে সে আজ যুদ্ধ পণ,
হয়কো বিজয় নয় পরাজয়
নায়ক মোদের ভগবান,
মুক্তি আশে তাঁর আদেশে, ক'র্‌বো মোরা মায়ের কাজ ॥
নাইকো মোদের কলের কামান,
নাইকো মোদের উড়ো জাহাজ,
নাইকো মোদের অশ্বারোহী, সিক পদাতিক গোলন্দাজ,
(মোদের) হিংসাশূন্য বয়কট অস্ত্র,
ছুটেছে স্ববেগে সাগর পার,
বলেছে গান্ধী কিসের সন্ধি, যাবত না পাই পূর্ণ স্বরাজ ॥

National Archives of India

কারাবন্দীর উক্তি (২৭)

কেনবা আমারে এনে বন্দী করে, বিদেশী বিচারে করিবে বিচার।
তুমিও বাঙ্গালী আমিও বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কি করে হেন ব্যবহার॥
কোন অপরাধে অপরাধী আমি,
কোন আইনে আমার বিচার করবে তুমি
কলঙ্ক কিননা বিচারে ঠকনা, অপরাধ কিছু নাইকো আমার॥
দেশের লাগি আমার আত্মবিসর্জ্জন,
দশের লাগি আমার জীবন মরণ পণ,
পাই যেন দেখিতে স্বাধীন ভারতে,
স্বাধীন ভাবে আমার করিতে বিচার॥
ছাড়্‌বে কবে সবে গোলামী দাসত্ব, কবে জেগে উঠবে লুপ্ত মনুষ্যত্ব,
কবে ভারত বক্ষে উড়্‌বে স্বরাজ ছত্র, কবে হবে আমার
সুখেরি সঞ্চার॥
কোথা গো ভারতের হে ভাগ্য বিধাতা,
কোথা গো আমার কাঙ্গালিনী মাতা,
বিদেশী বিচারে বন্দী কারাগারে,
না জানি কি আছে অদৃষ্টে আমার॥

তোদের মাথা খেলে। (২৮)

তোরা বুঝ্‌বি কি আর মলে।
বিলাতী বুজরুকী দিয়ে, তোদের মাথা খেলে॥
দেখ্‌না তোদের মায়ের দশা, আছে কিরে বাঁচবার আশা,
জীর্ণ-শীর্ণ-রুক্ষ কেশা, অন্নাভাবে মরে,—
৩০শ কোটী সন্তান যার, সে খায় ভিক্ষা করে,
এর চেয়ে তোর মরণ ভাল, দেখে দুঃখে প্রাণ জ্বলে॥
কেউ বা বাবুগিরি করে, কেউ বা মামার খামারে,
কেউ বা ঘরে হায় হায় করে, ক্ষিদের জ্বালায় মরে,
কেউ বা করে চুরি ডাকাতি, কেউ বা জেলের ঘরে,
কেউ মানের ভরে কয়না কথা, দেখ্‌না এ সব চক্ষু মেলে॥

শস্য ক্ষেতের শস্য যা হয়, বিদেশী বণিকেতা নেয়,
আর আমায় ধরে বেগার খাটায়, এই কি প্রাণে সয় রে,
ধুতি চাদর নাই কো দেশে, দেশের জিনিষ সব বিদেশে,
যশোদা কয় আছি বসে, মায়ের অভয় পাদমূলে ॥

মাকে চিনিস না (২৯)

মায়ের ছেলে মাকে চিন্‌লি না।
ওরে লক্ষ্মীছাড়া কপাল পোড়া, তোদের কাণ্ড বুঝি না ॥
বলিশ কিরে ও ভ্রমান্ধ, দেখ্‌ছি তোদের কপাল মন্দ,
তাই বলি ওরে অন্ধ, আপন মাকে চিন্‌লি না ॥
মাকে ফেলে ছিলি কোথায়, এসেছিস যদি ধরনা গে পায়,
মা মা বলে মাকে ডেকে, মায়ের দুঃখ ঘুচা ন ॥
মায়ের কোলে আছিস শুয়ে, বাঁচলি মায়ের স্তন্য খেয়ে,
এদিক ওদিক চাইলি তবু, মায়ের মুখের দিকে চাইলি না ॥

আলোক (৩০)

দেখ্‌রে ভারতবাসি, তামসী নাশি শশী,
উদিত ভারতের গগনে ॥
চির আঁধার ঘুচিল ইবার, পূণ্য আলোক দরশনে ॥
ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগিয়া, উঠ্‌রে নরনারী শ্রীহরি স্মরিয়া,
দেখ্‌রে জাগিয়া বিশ্ব ভরিয়া, এখন কে আছে শয়নে ॥
জেগেছে জাপান জেগেছে রে চীন,
জেগেছে মিশর জেগেছে মার্কিন,
তোরা কি রহিবি চির পরাধীন, দাসত্ব শৃঙ্খল বাঁধনে ॥
লুপ্ত হয়ে গেছে-মহত্ব সকল, বিদেশী গরীমায় দাসত্ব প্রবল,
শিক্ষা দীক্ষা, করুণা ভিক্ষা, হায়রে ভারত অধঃপতনে ॥
এখন কিরে তোরা রহিবি শয়ান,
বাজিছে ভেরী শোন্‌রে পেতে কান,
জাগরে হুঙ্কারে মাভৈ মাভৈ স্বরে, ত্রিশকোটী
তোরা সন্তানে ॥

সমাপ্ত।

মায়ের ডাক

গানের সুরে স্তব (১)

জয় মা! জয় মা! ভারতজননী!
পরমা প্রকৃতি, ত্বং হি মে প্রসূতি,
আদ্যাশক্তি-ত্বং হি অনন্তরূপিণী॥
নমামি তোমায় মদিষ্ট দেবী
মূলাধারা মাতা মোক্ষপ্রদায়িনী।
সুজলা সুফলা, শস্যশালিনী,
জগতপালিনী মা জগত তারিণী,
নমামি তোমায় ব্রহ্মস্বরূপিণী,
ত্বং হি মে ঈশ্বরী পতিতপাবনী॥

ডঙ্কা (২)

জয় জয় রবে, চল চল সবে,
কাঁপায়ে মহী সিন্ধু ব্যোম্।
ভৈরব হুঙ্কারে, প্রলয় ঝঙ্কারে,
মহা রবে গাও মাতরম্॥
সাধ সপ্ততানে, ভারত সন্তানে,
মহামন্ত্র নাম মধুরম্;—
বাজাও বিজয়-ডঙ্কা, শমনে লাগিবে শঙ্কা
আশঙ্কা করিবে পলায়ন॥

National Archives of India

ভয় কি তোদের আর, ভগবান কর্ণধার,
অত্যাচার করিবে দলন ;—
বিধির বাঁধন পাশ, কার সাধ্য করে নাশ,—
ভীম নাদে চালাবে উদ্যম ॥
উল্কা বহ্নির প্রায়, ছুটে আয় ছুটে আয়,—
ধ্বংস করি অধর্ম্ম বিষম—
বাজারে দামামা কাড়া, জগতে পড়ুক সাড়া,
শুদ্ধিবে পবিত্র জনম ॥

স্বাধীন তরী (৩)

এমন সাধের তরিখানি মাঝে ডুবাস্‌নে।
জগতগুরু মাঝি নৌকার হেলায় হারাস্‌নে ॥
গড়াপেটা সবি সারা,
ছুটছে নৌকা বাদাম ছাড়া,
এমনি কারিকরের গড়া, কারিকরকে ভুলিস্‌নে ॥
বাতাস জোরে চল্‌ছে তরি,
দশখানি দিয়েছি পাড়ি,
"ছ" খানির কি ভাবনা করি, ধরিস বৈঠা ছাড়িস্‌নে।
তীর ছেড়ে এসেছে তরি,
গর্জ্জে সিন্ধু তুফান ভারি,
স্বরাজ তীরের নাই রে দেরী, ঢেউ দেখে কেউ কাঁপিস্‌নে ॥

স্বরাজ শসা গাছের ফল (৪)

যেমন তেমন ক'রে, কিন্তু স্বরাজ পাবে না।
খাবিদাবি লুটবি মজা স্বার্থের পুটলী নিয়ে,
ভাব্‌ছো ঘরে মজা মেরে, স্বরাজ পাবি শুয়ে শুয়ে,
দিতে হ'বে বুকের রক্ত,
তবেই হবি মায়ের ভক্ত,
নইলে কিন্তু স্বরাজ ছত্র, ভারতবক্ষে উড়্‌বে না ॥

ভয় কি তোদের আর, ভগবান কর্ণধার,
অত্যাচার করিবে দলন ;—
বিধির বাঁধন পাশ, কার সাধ্য করে নাশ,—
ভীম নাদে চালাবে উদ্যম ॥
উল্কা বহ্নির স্থায়, ছুটে আয় ছুটে আয়,—
ধ্বংস করি অধর্ম্ম বিষম্—
বাজারে দামামা কাড়া, জগতে পড়ুক সাড়া,
লভিবে পবিত্র জনম ॥

স্বাধীন তরী (৩)

এমন সাধের তরিখানি মাঝে ডুবাস্‌নে।
জগতগুরু মাঝি নৌকার হেলায় হারাস্‌নে ॥
গড়াপেটা সবি সারা,
ছুটছে নৌকা বাদাম ছাড়া,
এমনি কারিকরের গড়া, কারিকরকে ভুলিস্‌নে ॥
বাতাস জোরে চল্‌ছে তরি,
দশানি দিয়েছি পাড়ি,
"ছ" আনির কি ভাবনা করি, ধরিস বৈঠা ছাড়িস্‌নে।
তীর ছেড়ে এসেছে তরি,
গর্জ্জে সিন্ধু তুফান ভারি,
স্বরাজ তীরের নাই রে দেরী, ঢেউ দেখে কেউ কাঁপিস্‌নে ॥

স্বরাজ নয় গাছের ফল (৪)

যেমন তেমন ক'রে, কিন্তু স্বরাজ পাবে না।
খাবিদাবি লুটবি মজা স্বার্থের পুট্‌লী নিয়ে,
ভাব্‌ছো ঘরে মজা মেরে, স্বরাজ পাবি শুয়ে শুয়ে,
দিতে হ'বে বুকের রক্ত,
তবেই হবি মায়ের ভক্ত,
নইলে কিন্তু স্বরাজ ছত্র, ভারতবক্ষে উড়্‌বে না ॥

চশমাধারী বাবুগিরী স্বরাজ পাবার যোগ্য নয়,—
যত মজুর মুটে মরে খেটে তারাই কিন্তু স্বরাজ পায়;—
স্বরাজ কি আর গাছে ধরে,
পাকলে পরে খাবে পেড়ে,
ও যে ঘরে ঘরে বিরাজ করে কপাট খুলে দেখ না॥
নিজের ভাল চাস যদি ভাই গোলামখানা ছেড়ে দে,
ভাই বোন্‌কে ডেকে নিয়ে চরকা তাঁত জুড়ে দে,
ফিরিস্ নে আর দ্বারে দ্বারে,
উদরান্নের ভিক্ষা ক'রে—
চরকা তাঁতে জুট্‌বে সবি, নইলে কিছুই জুট্‌বে না॥
দেশের রক্ত খেয়েছে চুষে, বিদেশী বণিকগণ,
হয়েছ রক্ত শূন্য শ্বেতবর্ণ, (আবার) সাহেবসাজার অনুকরণ,
হয়েছিস্ বাঙ্গালীর ছেলে,
ঘুরিস কেন সাহেব দলে,
তোর ঐ বিলাতী বুজরুকী কিন্তু স্বরাজ কাছে খাট্‌বে না॥
স্বরাজ পাবি স্বাধীন হবি, সাহেব সাজার কারণ কি,
পেতে যদি সাধ থাকে ভাই ছেড়ে দাও সব চালাকি,—
ছাড় মনের খুঁটি নাটি,
স্বরাজ মন্ত্র জপ খাটি,
নইলে নরম ক'রবে কাদামাটি, পেতে বাধা রবে না।

হিন্দু মুসলমান বন্ধু (৫)

মুসলমান ভাই রে,
কি সুখে আছ রে
তোদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সব রসাতলে যায় রে।
চিঁড়ে পুটির মত,
আছ ওদের পদানত,
সাধ করে কেন ভাই স্বধর্ম্ম দল রে॥

National Archives of India

যায় জাতি কুলাচার, হয় রাজ্য ছারখার,
ছুটিছে চারিদিকে অত্যাচার ব্যভিচার,
কতদিন সহিবে আর
দাঁড়ারে এক বার,
কাঁপুক ধরণী তোদের মাভৈঃ হুঙ্কারে॥
রাজদ্বারে আর নাইরে প্রত্যাশা,—
(ওযে) জীবন ধ্বংসকারী কালসাপের বা
দাঁড়া রে, নিজের পায়,
ডাকরে নিজের মায়;—
মা বিনে এ জগতে আর কেহ নাই রে॥
পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম ঘোষিছে ভুবনে,
লুপ্ত হয়ে যায় বিদেশী শাসনে,
সপ্তকোটী প্রাণ,
জাগরে মুসলমান,
উঠুক প্রলয় ঝঞ্চা প্রলয় সাগরে॥
আয় রে হিন্দু, ইসলাম বন্ধু,
ভাই ভাই মিলে যা কেঁপে উঠুক সিন্ধু,
ভীষণ তরঙ্গ রাশি,
কার সাধ্য রোধে আসি,
ক্ষুদ্র তৃণ সম ভাসিয়ে যাবে রে॥

এখনও ঘুম (৬)

বিশ্ব জাগিয়া লেগেছে কাজে,
এখন কি রে তোর পোহায়নি রজনী।
দেখ্‌রে চাহিয়ে দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
দলিতা লাঞ্ছিতা ভারত জননী॥
সগর্ব্বে উড়িছে ভারত তক্তে,
রঞ্জিত পতাকা মাতৃ রক্তে,

কি হবে উপায় হায়, বক্ষ যে ফেটে যায়,—
মায়ের দুর্গতি দেখে ছোটে না কি ধমনী ॥
জাগ্ রে উঠ্ রে লাগ্ রে কাজে,
এসেছে জননী তোদের সেনাপতি সাজে,
শোন্‌রে পেতে কান করিছে অভয়দান ;—
মাভৈঃ হুঙ্কারে অভয় দায়িনী ॥
বিশ্ব চলেছে মুক্তি মানসে,
রয়েছ দাম্ভিক স্বার্থ লালসে,
কতদিন ঘুমাবে আর, ঘুচে যাবে দম্ভভার,
ছুটিছে ন্যায়ের দণ্ড শাসিতে অবনী ॥

ভেক্‌চি (৭)

কেমন সুন্দর ওরা মোদের জেলের ভয় দেখায়।
যেমন গাছের ডালে চোর পেচকে মাথা নেড়ে ভেক্‌চি দেয় ॥
মনের কালি যায় না ধুলে,
স্বভাব যায় না মরণ কালে,
যেমন বিকারগ্রস্ত রোগীর মত মরণ কালেও দাঁত খিচায় ॥
মোরা কি আর হাবা ছেলে,
ভয় পাবরে চোক রাঙ্গালে,
যতই বলুক যতই করুক, মোদের কি তায় আসে যায় ॥
আস্‌ছে ছুটে শেষের সে দিন,
ভাবেনা নিজের দুর্দ্দিন,
মোদের ভাব্ না ভেবে ভেবে, জোনাক দেখে মূর্চ্ছা যায় ॥
নিকাশের নাইরে বাকী,
তলব দিছে উশুল বাকী,
পড়্‌বে ধরা সকল মেকী, গান্ধী রাজের পরোয়ানায় ॥
যে যখন যে মূর্ত্তি ধরে,
চিত্রগুপ্ত তার চিত্র করে,
মূর্ত্তি ধরা পড়্‌বে ধরা যমের কি আর হাত এড়ায় ॥

মরণ কামড় এবার দিবে,
কামড় সয়ে রইতে হবে,
যত কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি ওরাই করবে, স্বরাজের কি বাধা হয়

বাবুর কদর কত (৮)

তুমি লোকটা তো ভারি মস্ত।
পদে পদে হও অপদস্থ॥
কর্ত্তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, কর্ত্তার বুঝি দোস্ত,
উঠবে যে দিন ঘাড়ের 'পরে, ছুটবে পাত্‌লা দাস্ত॥
কোট প্যান্টলান চশমা ছাড়া ঠিক থাকেনা স্বাস্থ্য,
(আবার) গিন্নীর জন্ত এসেন্স সাবান না নিলে হও বরখাস্ত
গ্রাজুয়েট উপাধি পেয়ে মন হল আশ্বস্ত,
তখন দশ টাকার চাকরী পেয়ে করছো জবরদস্ত॥
বাবু সেজে বাবুগিরীর করলে হ্যাস্ত ন্যাস্ত,
জমা খরচ লিখবে যে দিন দেখবে জমা খাস্ত॥
তেড়ী কাটা চুরট ফোঁকা ফ্যাসান্‌টী দুরস্ত,
অখাদ্য কুখাদ্য কত করছ উদরস্থ॥
দেশের ডাকে ছেড়ে দে সব বিলাতি অভ্যস্ত,
নিজের দেশে স্বাধীন বেশে চল্‌তে কেন্‌ অনভ্যস্ত॥
পেট ভরা ভাত থাক্‌তে দেশে হও পরের দ্বারস্থ,
যেমন খুনী আসামীর মত সদাই জোড়হস্ত॥

বাঙ্গারাম (৯)

"ব" চেনেন না বাঙ্গারাম বক্তৃতা ঝালায়।
ঘোলা জলের মধ্যে যেমন ভোঁদা মাছে জল চিবায়॥
গীতা কোরাণ সব মুখস্থ,
একেবারে উদরস্থ,—
ভাইতে হচ্ছে ঘন দাস্ত, এ দাস্তর কি ওষুধ হয়॥
ধর্ম্মশাস্ত্রে সদা মতি,
অহিংসা সাধনে ব্রতী,